নথি ২২/১/২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
অনুষ্ঠান শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
(www.moca.gov.bd)

শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্য**বিবরণী**

সভাপতি : কে এম খালিদ এমপি
প্রতিমন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ ও সময় : ১৭ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ সকাল ১১.০০ টায়
সভার স্থান : জাতীয় নাট্যশালা সেমিনার হল, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি
Zoom ID : 925 693 6251
Pass Code : 1234

সভাপতি উপস্থিত এবং অনলাইনে সংযুক্ত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে সচিব মহোদয় বলেন, সরকার প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও "শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৩" যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ইউনেস্কো কর্তৃক ১৭ নভেম্বর ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কোর প্যারিস অধিবেশনে অমর একুশে ফেব্রুয়ারিকে "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস" হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ায় দিবসটির তাৎপর্য বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও দিবসটি যথাযথভাবে সারাদেশে উদ্‌যাপন করা হবে। দিবসটি সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপন এবং কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে শান্তি-শৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন কর্মসূচি প্রণয়ন করা প্রয়োজন। অতঃপর সচিব মহোদয়ের অনুমতিক্রমে উপসচিব (অনুষ্ঠান) সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন।

০২. সভায় বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত হয়:

ক্রমিক	কর্মসূচি/সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
২.১	মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত এবং বেসরকারি ভবনসমূহে সঠিক নিয়মে, সঠিক রং ও মাপের জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখতে হবে। সূর্যোদয়ের সময়ে পতাকা উত্তোলন এবং সূর্যাস্তের সময় পতাকা নামাতে হবে। পতাকা অর্ধনমিত করার ক্ষেত্রে সঠিক নিয়ম অনুসরণ করতে হবে। পতাকার সঠিক মাপ ও উত্তোলনের নিয়ম সম্পর্কে সকলকে সচেতন করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, সকল বেসরকারি টেলিভিশন/বেতার এবং সকল প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা, সকল সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি ভবনসমূহ স্ব স্ব উদ্যোগে।
২.২	যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালনের লক্ষ্যে জাতীয় কর্মসূচির সাথে সংগতি রেখে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে স্ব-স্ব কর্মসূচি প্রণয়নপূর্বক দিবসটি উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ও মাদ্রাসাসমূহও যেন যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি উদ্‌যাপন করে সে বিষয়ে বিশেষভাবে তদারকি করতে হবে। এ বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে।	মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা/শিক্ষা বোর্ড।

২.৩	জাতীয় অনুষ্ঠানের সাথে সংগতি রেখে সকল সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদসমূহে যথাযোগ্য মর্যাদায় শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন করতে হবে। এ বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে।	স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
২.৪	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, সিনেট সদস্যবৃন্দ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারি পরিষদ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার এলাকায় কর্মসূচি প্রণয়ন ও চূড়ান্ত করবে। কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে আগত সকলকে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করতে পারবে। (ক) একুশে ফেব্রুয়ারি রাতে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির ব্যবস্থা করা, যেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পূর্বের ঐতিহ্য বজায় রেখে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে উপস্থিত হতে পারেন। মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য কখন শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করবেন, সে বিষয়ে রাষ্ট্রপতির কার্যালয় এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাথে আলোচনা করে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং এসএসএফ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। (খ) মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের পর বিভিন্ন VIP ব্যক্তিবর্গ, ঢাকাস্থ বিদেশী দূতাবাসের প্রতিনিধিবর্গ, একুশে উদ্‌যাপন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধিবর্গ এবং রাজনৈতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদনের ধারাক্রম নির্ধারণ করে এবং মিশন প্রধানগণের তালিকা প্রণয়ন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সরবরাহ করবে। প্রণীত ধারাক্রমটি সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করবে। (গ) মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা নিবেদনের পর নির্ধারিত ধারাক্রম অনুযায়ী বিভিন্ন VVIP, VIP ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদনের লক্ষ্যে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অতিরিক্ত সদস্য আরও ৩০ (ত্রিশ) মিনিট নিরাপত্তায় নিয়োজিত থাকবে। (ঘ) কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদনের লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয় এবং এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ঢাকাস্থ ১০টি প্রতিষ্ঠান প্রধানদের অনুকূলে নিরাপত্তা পাশ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসংক্রান্ত তালিকা প্রেরণ করবে। (ঙ) ঢাকাস্থ বিদেশি দূতাবাসের প্রতিনিধিবর্গের নির্ধারিত ধারাক্রম অনুযায়ী কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদনের বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঢাকাস্থ বিদেশী দূতাবাসসমূহের সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ করবে। বিদেশী দূতাবাসের প্রতিনিধিগণের গাড়ি পার্কিং-	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, জননিরাপত্তা বিভাগ/সুরক্ষা সেবা বিভাগ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, এসএসএফ, র‍্যাব এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ।

	এর জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে প্রথম সারিতে স্থান চিহ্নিত করে রাখবে। (চ) কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে অর্পিত পুষ্পগুলো আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও বিএনসিসি সদস্যবৃন্দের সহায়তায় একুশে ফেব্রুয়ারি রাত ১২.০০ টা পর্যন্ত সাজিয়ে রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	
২.৫	কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অনুষ্ঠানমালা আয়োজনের জন্য সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করবে। অনুষ্ঠান আয়োজন সম্পন্ন হওয়ার পর বরাদ্দকৃত অর্থ যথানিয়মে সমন্বয় করে অনুষ্ঠান সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।
২.৬	কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারসহ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা এবং শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস অনুষ্ঠান পালনে নিয়োজিত সকল প্রতিষ্ঠান ও সংলগ্ন এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।	জননিরাপত্তা বিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ এবং র‍্যাব।
২.৭	সকল সরকারি ও বেসরকারি টেলিভিশন, বেতার চ্যানেল এবং কমিউনিটি রেডিওসমূহ একুশের অনুষ্ঠানমালা প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ভাষা শহিদদের সঠিক নাম উচ্চারণের বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে সকল প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় এ বিষয়ে প্রচার-প্রচারণা কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, তথ্য অধিদফতর, বিটিভি, বাংলাদেশ বেতার, সকল বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল এবং বেতার/কমিউনিটি রেডিও।
২.৮	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৩ উপলক্ষে ঢাকা শহরের নিম্নোক্ত সড়ক দ্বীপসমূহ এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সুবিধাজনক স্থানসমূহে বাংলাসহ অন্যান্য দেশের বর্ণমালা সম্বলিত ফেস্টুন দ্বারা সজ্জিত করতে হবে: (ক) হোটেল সোনারগাঁও এবং হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল-এর সম্মুখস্থ সড়ক দ্বীপ; (খ) শিক্ষা ভবন থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পর্যন্ত সড়ক দ্বীপসমূহ; (গ) সচিবালয়সহ জিপিও মোড় এবং বায়তুল মোকাররম উত্তর গেইট; (ঘ) হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের সড়ক দ্বীপসমূহ; (ঙ) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সম্মুখস্থ সড়ক দ্বীপ; (চ) শাপলা চত্বর, মতিঝিল; (ছ) কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার থেকে আজিমপুর কবরস্থান পর্যন্ত সড়ক দ্বীপসমূহ; (জ) ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র এবং কার্জন হল সম্মুখস্থ সড়ক দ্বীপসমূহ; (ঝ) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সম্মুখের সড়ক দ্বীপসমূহ; (ঞ) ঢাকা শহরের প্রবেশমুখসমূহ; (ট) চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; এবং (ঠ) মেট্রোরেলের দিয়াবাড়ি এবং আগারগাঁও স্টেশন। বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষসমূহ সমন্বয় করে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, স্থানীয় সরকার বিভাগ, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, গণপূর্ত বিভাগ, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলা একাডেমি, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)।

২.৯	একুশে ফেব্রুয়ারি রাতে শিক্ষাভবন থেকে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার হয়ে আজিমপুর কবরস্থান পর্যন্ত সড়ক ও আজিমপুর কবরস্থানে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করতে হবে এবং সার্বক্ষনিক বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার চত্বরে স্থায়ীভাবে পর্যাপ্ত আলোকিতকরণের ব্যবস্থা করতে হবে। কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার এলাকায় গাছের শুকনো এবং ঝুঁকিপূর্ণ ডালপালা ডিপিডিসি, গণপূর্ত অধিদপ্তরের আওতাধীন আরবরি কালচার বিভাগ এবং দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন সমন্বয়পূর্বক অপসারণ করবে। রাস্তাঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জেনারেটরের ব্যবস্থা রাখতে হবে। জেনারেটর স্থাপনের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পিডিবি, ডিপিডিসি ও গণপূর্ত বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে জেনারেটর প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করবে।	বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোঃ (ডিপিডিসি), পিডিবি, গণপূর্ত আরবরি কালচার বিভাগ, গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।
২.১০	একুশে ফেব্রুয়ারি রাতে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার এলাকায় সকল ধরণের সরঞ্জামাদিসহ ফায়ার সার্ভিস টিম প্রস্তুত রাখতে হবে।	সুরক্ষা সেবা বিভাগ এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।
২.১১	একুশে ফেব্রুয়ারি রাতে ও দিনে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার চত্বর এবং আজিমপুর কবরস্থান এলাকায় অতিরিক্ত জনসমাবেশ/ ভিড় নিয়ন্ত্রণ করে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি রোধ করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পুলিশ বিভাগকে এ সকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে।	জননিরাপত্তা বিভাগ/সুরক্ষা সেবা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ।
২.১২	একুশে ফেব্রুয়ারির দিনে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার এলাকার আশে পাশে অন্তত ১০টি স্থানে ঢাকা ওয়াসা বিশুদ্ধ ও সুপেয় খাবার পানি সরবরাহ করবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে পানি সরবরাহের স্থান নির্ধারণ করতে হবে।	স্থানীয় সরকার বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, ঢাকা ওয়াসা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং বাংলা একাডেমি।
২.১৩	জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজনে সার্বক্ষণিক চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার এলাকায় চিকিৎসা ক্যাম্প স্থাপন করতে হবে। আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ বিকাল ৩.০০ টা হতে ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ দুপুর ১২.০০টা পর্যন্ত অনুষ্ঠানস্থলে চিকিৎসা সরঞ্জামাদিসহ পর্যাপ্ত সংখ্যক অ্যাম্বুলেন্স প্রস্তুত রাখতে হবে। বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির সাথে যোগাযোগ করে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, সিভিল সার্জন, ঢাকা এবং বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি।
২.১৪	কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার এলাকার আশে পাশে ধুলাবালি রোধকল্পে সংশ্লিষ্ট এলাকায় পানি ছিটানোর ব্যবস্থা করতে হবে। শাহবাগ হতে টিএসসি, পলাশী হতে আজিমপুর চৌরাস্তা হয়ে আজিমপুর কবরস্থান পর্যন্ত রাস্তা জরুরিভিত্তিতে মেরামত/ সংস্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা ওয়াসা, ঢাকা মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (মেট্রোরেল প্রকল্প)।
২.১৫	আজিমপুর কবরস্থানে ফাতেহা পাঠ ও কোরআনখানির আয়োজন এবং ভাষা শহিদদের রুহের মাগফেরাতের জন্য দেশের সকল মসজিদ, মন্দির, গীর্জা ও অন্যান্য উপাসনালয়ে প্রার্থনার আয়োজন করতে হবে। প্রার্থনার সময় ভাষা শহিদদের সঠিক নাম ব্যবহার করতে হবে। মাঠ পর্যায়ে জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ উক্ত কর্মসূচিসমূহ নিশ্চিতকরণে তদারকি করবেন।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জেলা প্রশাসক (সকল) এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।

২.১৬	শহিদ মিনারের আশেপাশে সুবিধাজনক স্থানে কমপক্ষে ২০টি ভ্রাম্যমাণ টয়লেট স্থাপন করতে হবে। মহিলাদের জন্য অতিরিক্ত ৫টি ভ্রাম্যমাণ টয়লেট স্থাপন করতে হবে। টয়লেটসমূহ সার্বক্ষনিক পরিস্কার রাখার জন্য পরিচ্ছন্ন কর্মী রাখতে হবে। টয়লেটসমূহে সার্বক্ষনিক পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।	গণপূর্ত অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা ওয়াসা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।
২.১৭	বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং বেসরকারি বেতার, টেলিভিশনে বিশেষ অনুষ্ঠানমালা সম্প্রচার এবং সংবাদ পত্রে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থাকরণ: (ক) অন্যান্য বছরের ন্যায় এ বছরও বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং বেসরকারি বেতার, টেলিভিশন ও কমিউনিটি রেডিও বিশেষ অনুষ্ঠানমালা সম্প্রচার এবং সংবাদপত্রসমূহে ক্রোড়পত্র ইত্যাদি প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর অবদানের বিষয়টি ক্রোড়পত্রে উপস্থাপন করতে হবে। বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং বেসরকারি বেতার, টেলিভিশন ও কমিউনিটি রেডিও মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের কর্মসূচি সংবাদ, আলোক চিত্র/ভিডিও চিত্র সম্প্রচার করবে। বিশেষ করে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থা বাংলা একাডেমি, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, কবি নজরুল ইন্সটিটিউট, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এর কর্মসূচি সম্প্রচারে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ তাদের স্ব স্ব কর্মসূচি বিভিন্ন বেতার এবং টেলিভিশনের নিউজ এডিটরগণকে অবহিত করবে। সংশ্লিষ্ট টেলিভিশনের নিউজ এডিটরগণ এ সকল সংবাদ এর সমন্বয় করে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। মহান শহিদ দিবসের ভাবগাম্ভীর্য রক্ষা, শহিদ মিনারের মর্যাদা সমুন্নত রাখা, সুশৃঙ্খলভাবে শহিদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পন ইত্যাদি বিষয়ে জনসচেতনতামূলক বক্তব্য/অনুষ্ঠান সকল সরকারি ও বেসরকারি গণমাধ্যমে সম্প্রচার করতে হবে। এ বিষয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।	তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, ডিএফপি, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, বাংলা একাডেমি, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, কবি নজরুল ইন্সটিটিউট, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, বেসরকারি বেতার এবং বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলসমূহ।
	(খ) গণযোগাযোগ অধিদপ্তর ঢাকা মহানগরীতে ট্রাকের মাধ্যমে রাজপথে ভ্রাম্যমাণ সঙ্গীতানুষ্ঠান এবং নৌযানের সাহায্যে ঢাকা শহর সংলগ্ন নৌপথে সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজনসহ জেলা-উপজেলায় ভ্রাম্যমাণ চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এসকল অনুষ্ঠান মহান শহিদ দিবসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ হতে হবে। ডিএফপি মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে তিন ধরণের পোস্টার মুদ্রণ করবে। যার মধ্যে প্রথমটি হবে সার্বজনীন, দ্বিতীয়টি স্কুল-কলেজের শিশু-কিশোরদের জন্য এবং তৃতীয়টি বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনসমূহ ও বাংলাদেশে অবস্থিত বৈদেশিক দূতাবাসসমূহে প্রচারের জন্য। শিশু-কিশোরদের জন্য মুদ্রিত পোষ্টারে মাতৃভাষার সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে শিশু-কিশোরদের সচেতন করতে হবে। বিদেশে প্রচারের জন্য মুদ্রিত পোস্টারে "একুশে ফেব্রুয়ারি আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস" বাংলাসহ জাতিসংঘের স্বীকৃত ৬টি ভাষায় লেখার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। গণযোগাযোগ অধিদপ্তর এসকল পোস্টার সংশ্লিষ্ট সকলের	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, ডিএফপি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং জেলা প্রশাসক (সকল)।

	মাঝে বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। একুশে ফেব্রুয়ারির অন্তত: ২০ দিন পূর্বে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনসমূহে এবং বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে পোস্টার পৌঁছাতে হবে। জেলা প্রশাসকগণ উক্ত পোস্টার দ্রুত উপজেলায় বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনসমূহে মুদ্রিত পোস্টার প্রেরণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।	
	(গ) উক্ত দিনে দেশি-বিদেশি সাংবাদিকদের জন্য নিরাপত্তা পাশের ব্যবস্থা গ্রহণ।	স্পেশাল ব্রাঞ্চ এবং ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ।
২.১৮	বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনসমূহ মহান শহিদ দিবস ও আর্ন্তজাতিক মার্তৃভাষা দিবস ২০২৩ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন করা হবে। দিবসটি উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ; মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ; বঙ্গবন্ধু ও ভাষা আন্দোলন বিষয়ক আলোচনা সভা; পুস্তক ও চিত্র প্রদর্শনীসহ বিবিধ আয়োজন থাকবে। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক এবং বাঙালী অভিবাসীদের আমন্ত্রণ জানাতে হবে।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়।
২.১৯	জাতীয় অনুষ্ঠানের সাথে সংগতি রেখে জেলা/উপজেলা পর্যায়ের যুব সমাজকে সম্পৃক্ত করে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন।	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা।
২.২০	মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে শিশুদের নিয়ে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, ছড়া পাঠ, কবিতা পাঠ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন।	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি।
২.২১	মহান শহিদ দিবস ও আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মসূচি: (ক) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক একুশে ফেব্রুয়ারি রাতে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় আলোচনাক্রমে সময় নির্ধারণ করবে।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।
	(খ) গ্রন্থমেলা, আলোচনা সভা, সেমিনার এবং সিম্পোজিয়াম আয়োজন: বাংলা একাডেমিতে বইমেলার আয়োজন করা হবে। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, নজরুল ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনসহ বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা এ গ্রন্থমেলায় অংশগ্রহণ করবে। বাংলাদেশ শিশু একাডেমি বিশেষ শিশু সংখ্যা প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত বইমেলা একুশের বইমেলার মাস বাদ দিয়ে পরবর্তী সময়ে করতে হবে।	বাংলা একাডেমি, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, কবি নজরুল ইন্সটিটিউট, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এবং বাংলাদেশ শিশু একাডেমি।

	(গ) মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে। একুশে প্রথম প্রহরে মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পুষ্পস্তবক অর্পণের সময় 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো' রেকর্ডেড গানটি পরিবেশন করতে হবে এবং পরের দিন কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের বেদিতে দেশ-বিদেশের শিশু শিল্পীদের অংশগ্রহণে 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো' গানটি পরিবেশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি।
	(ঘ) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও অধীনস্থ শাখা জাদুঘরসমূহ, শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন এবং প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সকল প্রত্নস্থান ও জাদুঘরসমূহে শিশু-কিশোর, শিক্ষার্থী, বৃদ্ধ ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের বিনা টিকেটে পরিদর্শনের ব্যবস্থা করবে।	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন এবং প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর।
	(ঙ) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও স্বাধীনতা জাদুঘরে প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন, ভাষা আন্দোলনের বিভিন্ন প্রামান্য নিদর্শন প্রদর্শন, শিশু-কিশোরদের সুন্দর বাংলা লেখা প্রতিযোগিতা আয়োজন এবং সেমিনার আয়োজন।	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।
	(চ) গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, ঢাকা এবং বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা সরকারি গণগ্রন্থাগারসমূহে রচনা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা এবং বঙ্গবন্ধু ও ভাষা আন্দোলন বিষয়ক আলোচনা সভা আয়োজন।	গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর।
	(ছ) ভাষা আন্দোলনের শহিদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে আলোচনা সভা, সেমিনার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আবৃত্তি অনুষ্ঠান, বাংলা লেখা প্রতিযোগিতা এবং রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করবে।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থা
২.২২	জেলা সদর ও উপজেলা সদরের কর্মসূচি : সকল জেলা ও উপজেলা সদরে জেলা/উপজেলা প্রশাসন যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে জাতীয় কর্মসূচির সাথে সংগতি রেখে স্ব-স্ব কর্মসূচি প্রণয়নপূর্বক দিবসটি উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ভাষা শহিদদের স্মরণে দেশের সকল শহিদ মিনারে রাত ১২.০১ মিনিটে পুষ্পস্তবক অর্পণ করতে হবে। যে সকল উপজেলায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী রয়েছে সে সকল উপজেলা প্রশাসন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জনগণের জন্য একুশে ফেব্রুয়ারি মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বিভাগ, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, কমিশনার (সকল বিভাগ), জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), যুগ্মসচিব (অনুষ্ঠান) এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
২.২৩	মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপনের সার্বিক কার্যক্রম তত্ত্বাবধায়ন ও সমন্বয়ের জন্য সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করতে হবে।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
২.২৪	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং তাদের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার গৃহীত কর্মসূচিসমূহ আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখের মধ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং তাদের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ।

০৩. সভায় অন্য কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় সভাপতি মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৩ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনে সংশ্লিষ্ট সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতা প্রত্যাশা করে এবং উপস্থিত ও অনলাইনে সংযুক্ত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

22.1.23

কে এম খালিদ এমপি
প্রতিমন্ত্রী

স্মারক: ৪৩.০০.০০০০. ১২৪.২৩.১৭৬.২১. ৮৫

তারিখ: ০৯ মাঘ ১৪২৯
২৩ জানুয়ারি ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমভিত্তিক নয়)ঃ

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়
(দৃ:আ: এ, এস, এম ফেরদৌস, উপসচিব);
২. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি, মগবাজার, ঢাকা;
৩. সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
(দৃ:আ: জনাব শাহে এলিদ মাইনুল আমিন, উপসচিব);
৪. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
৫. পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব), পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
(দৃ:আ: জনাব প্রণব কুমার ভট্টাচার্য্য, পরিচালক, মিডিয়া);
৬. সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ;
৭. সিনিয়র সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা;
৮. সিনিয়র সচিব, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
৯. সিনিয়র সচিব/ সচিব (সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ),..;
১০. সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
১১. সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
(দৃ:আ: জনাব মো: রফিকুল ইসলাম সেলিম, উপসচিব);;
১২. সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
(দৃ:আ: জনাব মো: নজরুল ইসলাম, যুগ্মসচিব);
১৩. সচিব, সুরক্ষা ও সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
(দৃ:আ: জনাব আশ্রাফ আহমেদ রাসেল, সিনিয়র সহকারী সচিব);;
১৪. সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
১৫. সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
(দৃ:আ: জনাব উর্মি তামান্না, যুগ্মসচিব);
১৬. সচিব, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
(দৃ:আ: জনাব জহুরা খাতুন, উপসচিব);
১৭. সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
(দৃ:আ: ড. মো: মঞ্জুরুল হক, উপসচিব);
১৮. সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
১৯. সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
২০. সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
(দৃ:আ: জনাব লুলু বিলকিস বানু, উপসচিব);
২১. প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা;

৫৬. প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কাকরাইল, ঢাকা
(দৃ:আ: জনাব এহতেশামুল রাসেল খান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী);
৫৭. জেলা প্রশাসক (সকল);
৫৮. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা জেলা পরিষদ, ঢাকা;
৫৯. সিভিল সার্জন, ঢাকা;
৬০. পরিচালক, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ঢাকা;
৬১. পরিচালক, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ;
৬২. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল);
৬৩. পরিচালক, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি, বিরিশিরি, নেত্রকোণা;
৬৪. পরিচালক, কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, কক্সবাজার;
৬৫. পরিচালক, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাংগামাটি;
৬৬. পরিচালক, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান;
৬৭. উপপরিচালক, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি;
৬৮. উপপরিচালক (চ:দা), রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি, রাজশাহী; এবং
৬৯. উপপরিচালক, মণিপুরী ললিতকলা একাডেমি, মৌলভীবাজার।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি:

১. প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব (উপসচিব), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য);
২. সচিব এর একান্ত সচিব (সিনিয়র সহকারী সচিব), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য);
৩. সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
৪. সিস্টেম এনালিস্ট, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ); এবং
৫. অফিস কপি।

২০.০১.২০২৩

(বাবুল মিয়া)
উপসচিব
ফোন: ৫৫১০১১৬৫
cultural_pro@yahoo.com

(দৃ:আ: জনাব নুসরাত ইসলাম স্মৃতি, যুগ্ম পরিচালক);
২৪. মহাপরিচালক, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা দপ্তর, ৩২ ক্যান্টনমেন্ট বাজার, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা
(দৃ:আ: জনাব মো: মামুন সরকার, সহকারী পরিচালক);
২৫. উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
(দৃ:আ: ড. এ কে এম গোলাম রব্বানী, অধ্যাপক ও প্রক্টর);
২৬. মহাপরিচালক, র‍্যাব, সদর দপ্তর, উত্তরা, ঢাকা;
২৭. কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ঢাকা
(দৃ:আ: জনাব মো: আবু ইউসুফ, ডিসি অপারেশনস্);
২৮. কমিশনার, (সকল বিভাগ)..;
২৯. অতিরিক্তি আইজিপি, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, রাজারবাগ, ঢাকা
(দৃ:আ: জনাব ফারুক আহামদ, পুলিশ পরিদর্শক);
৩০. অতিরিক্ত সচিব (সকল)/ যুগ্মসচিব (সকল), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
৩১. অধ্যক্ষ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা;
৩২. চেয়ারম্যান, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, মতিঝিল, ঢাকা
(দৃ:আ: জনাব হেলাল মো: আফজাল, ডিডি);
৩৩. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, গুলশান, ঢাকা;
৩৪. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, নগর ভবন, ঢাকা
(দৃ: আ: জনাব মো: মুনান হাওলাদার, প্রধান সমাজকল্যাণ ও বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা);
৩৫. প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, তথ্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
(দৃ:আ: মুন্সী জালাল উদ্দিন, সিনিয়র উপপ্রধান তথ্য অফিসার);
৩৬. প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
(দৃ:আ: কাজী মো: ফিরোজ হাসান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী);
৩৭. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোঃ (ডিপিডিসি), ঢাকা
(দৃ:আ: জনাব মো: রহিম উল্ল্যাহ, নির্বাহী প্রকৌশলী);
৩৮. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা, কাওরান বাজার, ঢাকা
(দৃ:আ: এস, এম আনোয়ার সাত্তার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, মডস্ সার্কেল-১);
৩৯. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা, পুরানা পল্টন, ঢাকা
(দৃ:আ: জনাব সমীর কান্তি বড়ুয়া, প্রধান বার্তা সম্পাদক);
৪০. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন, রামপুরা, ঢাকা
(দৃ:আ: জনাব মো: ঈমাম হোসাইন, নিয়ন্ত্রক/অনুষ্ঠান অধ্যক্ষ);
৪১. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার, সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ স্বরণী, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা
(দৃ:আ: জনাব মো: আরিফুল ইসলাম, পরিচালক, সদর দপ্তর);
৪২. মহাপরিচালক, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, ১১২ সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা
(দৃ:আ: জনাব হাছিনা আক্তার, পরিচালক);
৪৩. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা;
৪৪. নির্বাহী পরিচালক, নজরুল ইনস্টিটিউট, ধানমন্ডি, ঢাকা;
৪৫. মহাপরিচালক, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, ঢাকা;
৪৬. মহাপরিচালক, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, ঢাকা;
৪৭. মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি, ঢাকা;
৪৮. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা;
৪৯. মহাপরিচালক, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, ঢাকা;
৫০. মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা
(দৃ:আ: জনাব মোহাম্মদ মহীউদ্দিন মজুমদার, পরিচালক, সমন্বয় বিভাগ);
৫১. মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ফুলবাড়িয়া, সিদ্দিক বাজার, ঢাকা
(দৃ:আ: জনাব মো: বজলুর রশিদ, উপসহকারী পরিচালক);
৫২. মহাপরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ১১২ সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা
(দৃ:আ: জনাব মোহাম্মদ আলী সরকার, পরিচালক);
৫৩. মহাপরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
BANGLADESH WATER DEVELOPMENT BOARD

বোর্ড সচিবালয়
পানি ভবন (লেভেল-৭), ৭২ গ্রীন রোড, ঢাকা- ১২০৫
ফোন: +৮৮ ০২ ২২২২৩০০৫৩
ই-মেইল: bwdbsecretary@gmail.com
ওয়েব সাইট: www.bwdb.gov.bd

Board Secretariat
Pani Bhaban (Level-7), 72 Green Road, Dhaka-1205
Phone: +88 02 222230053
E-mail: bwdbsecretary@gmail.com
Website: www.bwdb.gov.bd

স্মারক নং- ৪২.০১.০০০০.০০৪.১৮.০৩৩.২০-৭৩

তারিখঃ ০৭ ফাল্গুন ১৪২৯ বঃ
২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রিঃ

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৪২.০০.০০০০.০৩২.২৩.০৭৪.১৭.১০৪; তারিখঃ ১৯/০২/২০২৩ খ্রিঃ এর মাধ্যমে প্রাপ্ত সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৪৩.০০.০০০০.১২৪.২৩.১৭৬-৬৫; তারিখঃ ২৩/০১/২০২৩ এর সিদ্ধান্ত অনুচ্ছেদ ২.১ অনুযায়ী মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৩ উদযাপনের নিমিত্ত পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

১। প্রধান প্রকৌশলী/অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সকল), ... বাপাউবো..........।

২। প্রধান পানি ব্যবস্থাপনা/নিয়ন্ত্রক (অহিনি), বাপাউবো, ঢাকা।

৩। পরিচালক/তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী/প্রকল্প পরিচালক (সকল), বাপাউবো।

৪। সি এস ও টু মহাপরিচালক, বাপাউবো, ঢাকা।

৫। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা (বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

৬। নির্বাহী প্রকৌশলী (মাঠ পর্যায় সকল)..................... বাপাউবো............।

৭। ব্যক্তিগত সহকারী, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন/অর্থ/পশ্চিম রিজিয়ন/পূর্ব রিজিয়ন/পরিকল্পনা,নকশা ও গবেষণা), বাপাউবো, ঢাকা

20-02-2023
মোঃ সিরাজুল ইসলাম
উপ-পরিচালক (বোর্ড)
বোর্ড সচিবালয়
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
ঢাকা।